

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো নাসেরাতুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়া



সমাজের তরুণদের প্রভাবিত করার মত সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন ছয়ুর আকদাস

২১ মার্চ ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো নাসেরাতুল আহমদীয়া (আহমদীয়া মুসলিম বালিকাদের অঙ্গ-সংগঠন) অস্ট্রেলিয়ার ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৪০ জনেরও বেশি সদস্য।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাদীস ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে কিছু অংশ এবং নযম (ধর্মীয় কবিতা) উপস্থাপন করা হয়।

এক ঘণ্টার এই সভার বাকি সময়ে, নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যগণ তাদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে ছয়ুর আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

কীভাবে স্কুলের পড়াশোনা এবং ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়— এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার অধিকাংশ সময় তুমি স্কুলে যা পড়ছো তার জন্য ব্যয় করা উচিত এবং এক ঘণ্টা অথবা এমনকি আধ ঘণ্টা তোমার নাসেরাত (ধর্মীয়) কোর্স অথবা যে-কোনো ইসলামী বই পড়ার জন্য যথেষ্ট ... সুতরাং, দুই থেকে তিন ঘণ্টা কিংবা তোমার স্কুলের হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করার জন্য যতটা সময়ের দরকার হয় ততটা ব্যয় করো এবং এর পরে অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা তোমার ধর্মীয় বিষয়াদি অধ্যয়নের জন্য ব্যয় করো এবং এটাই যথেষ্ট। তাহলে তুমি সহজেই তোমার স্কুলের ও ইসলামী, উভয় শিক্ষার প্রতি সুবিচার করতে পারবে।”

একজন অংশগ্রহণকারী হযূর আকদাসকে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি সেহরি এবং ইফতারের সময়ে কোন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সাধারণভাবে সকালের নাশতায় আমি যে খাবার খেয়ে থাকি, রোযার মাসে তাই আমি সেহরিতে খেয়ে নিই। আর যা আমি (রাতের) খাবার খেয়ে থাকি তাই আমি ইফতারের সময়ে খেয়ে নিই। যেহেতু এটা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত ছিল, তাই আমি সন্ধ্যায় ইফতারের সময়ে প্রথমে একটি খেজুর খাই। এছাড়া, আমি অন্যান্য বিলাসিতাপূর্ণ খাবার যেমন সমুচা, পাকোড়া, চাট বা অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাবার খাই না। আমি এতটা খাওয়া পছন্দ করি না যে, সন্ধ্যার খাবারের পর আমি অস্বস্তি বোধ করবো এবং এমনকি রোযা রাখার জন্য ভোর রাতে ওঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তাই, একটি সহজ রুটিন রাখা উচিত।”



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“রমযানে সেহরি ও ইফতারে বিশেষ কোনো ধরনের খাবার খাওয়াটাকে আমরা সামাজিক এক ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে নিয়েছি। পরিণামে আমরা অযথা খরচ বাড়িয়ে ফেলি। একদিকে খাবারের পেছনে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে, আপনার পেটও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে এবং সারাদিন আপনি অলসতা বোধ করেন। রোযার প্রকৃত উপভোগ হচ্ছে, যখন আপনি আপনার স্বাভাবিক খাদ্যাভাস বজায় রেখে সাদাসিধেভাবে রোযা শুরু ও ভঙ্গ করেন। আর, বিলাসবহুল খাবার না খেয়ে যে অর্থ সঞ্চিত করেন, তা দান করা উচিত।”

নাসেরাতুল আহমদীয়ার আরেকজন সদস্য, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, ‘এই পৃথিবী মু’মিনের জন্য একটি কারাগার স্বরূপ এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত সদৃশ’। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও সংসারের আনন্দ উপভোগ করা মানে কি এই যে, এই ধরনের ব্যক্তি যথেষ্ট ধার্মিক নন?

এর উত্তরে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার ধর্মীয় শিক্ষা, অনুশীলন (চর্চা) এবং ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্যের চেয়ে জাগতিক বিষয়াদি বেশি পছন্দ করেন না বা মূল্য দেন না ... এর মানে এই যে, যারা মনে করেন যে এই জগতই সবকিছু এবং তাই তারা আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা ভুলে যান, এরপর, যদিও তাদের চোখে জগত একটি জান্নাত হতে পারে, কিন্তু, আল্লাহ্ তা’লার কাছে তা নয়।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“বিপরীতপক্ষে, যে-ব্যক্তি সবসময় আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তার কর্তব্যসমূহ পালন করে এবং তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি তার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, (তখন) লোকে মনে করতে পারে যে, জগত তার জন্য একটি কারাগার। কিন্তু, আল্লাহ্ তা’লা বলেন যে, সেই ধরনের ব্যক্তির আসলে পরকালে নিজদের জন্য জাহ্নাম তৈরি করছেন। সুতরাং, তোমরা পার্থিব বিষয় উপভোগ করতে পারো; কিন্তু, একই সময়ে, তোমরা আল্লাহ্ তা’লার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করো এবং তিনি যে-সব আদেশ দিয়েছেন, সেগুলোর সবই পালন করো।”

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করে যে, স্কুলে তার সহপাঠীদের/সহ-শিক্ষার্থীদের কাছে আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কী ধরনের যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে?

হযূর আকদাস বলেন যে, যারা ধর্ম সম্পর্কে সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসী, তাদের কাছে দোয়ার কবুলীয়ত (গ্রহণযোগ্যতা) সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা উচিত।

হযূর আকদাস জিজ্ঞাসা করেন যে, তার কোনো দোয়া আল্লাহ্ তা’লা কবুল (গ্রহণ) করেছেন কিনা। সে উত্তর দেয় যে, সুনিশ্চিতভাবে করেছেন।

এতে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার বান্ধবীদেরকে তোমার বলা উচিত যে, ‘আমি আল্লাহ্ তা’লার কাছে দোয়া করেছি এবং তিনি আমার দোয়া কবুল (গ্রহণ) করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান’। Our God বইটিও তোমার পড়া উচিত, যেখানে তুমি আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পাবে এবং তারপর আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফার Ten Proofs of the Existence of God বইটিও তোমার পড়া উচিত। মূল বিষয় হচ্ছে, তুমি তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটি উপস্থাপন করো যে, ‘আমি একজন বিশ্বাসী, আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, এবং যখন আমি তাঁর কাছে দোয়া করেছি, তখন সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং এটা তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছে’।”

নাসেরাতুল আহমদীয়ার একজন সদস্য মাথায় স্কার্ফ পরিধান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি অন্য লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তুমি মাথায় স্কার্ফ পরিধান করো, তাহলে তুমি তাদের বলতে পারো যে, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি হলো শালীনতা এবং আমাদের সবসময়ই শালীন পোশাক পরা উচিত এবং কারো মাথা ঢেকে রাখা শালীন পোশাকেরই একটি অংশ। এই কারণেই খ্রিস্টান গির্জাগুলোতেও দেখা যায় যে, নান বা সন্ন্যাসিনীরা আগেকার দিনে এবং এমনকি এখনও স্কার্ফ পরিধান করেন। এ থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, তারাও স্কার্ফ পরিধান করাকে শালীন পোশাকের একটি অংশ বলে গ্রহণ করে। এজন্য আমরা এটা পরিধান করি।”

একজন অংশগ্রহণকারী জিজ্ঞাসা করে যে, কীভাবে তাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের মানসিক চাপ মোকাবেলা করা উচিত এবং কীভাবে কার্যকরভাবে পড়াশোনা করতে হয়।

এর উত্তরে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“পরের দিন যাই পড়ানোর কথা থাকে, সেটা বাড়িতে আগেই অধ্যয়ন কর এবং তারপর যখন তুমি তোমার শিক্ষকের বক্তৃতা শুনবে তখন তা অনুধাবন করা তোমার পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয়ে যাবে। যখন তুমি বাড়ি ফিরে আসবে, তখন এটা পুনর্বীর অধ্যয়ন করো। তাহলে এটা তোমাকে খুব একটা চাপে ফেলতে পারবে না ... আল্লাহ্ তা’লার কাছে

দোয়াও করে। নামাযের সময় আল্লাহর তা'লার কাছে দোয়া কর, যেন তিনি তোমার কাজকে তোমার জন্য সহজসাধ্য করে দেন।”

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দোয়া করা উচিত এবং এর ফলে তারা শান্তি পাবে এবং তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমে যাবে। উপরন্তু, হুযূর আকদাস বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, পবিত্র কুরআনের ২০:১১৫ ও ২০:২৬-২৯ আয়াতগুলোতে বর্ণিত দোয়া দু'টি নিয়মিত পড়া উচিত।

নাসিরাত সদস্যদের একজন প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'লা কেন প্রাক-ইসলামী যুগেই মদ্যপান নিষেধ করেন নি, যখন কিনা এটি জানা যে এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

“ইসলাম-পূর্ব যুগে মক্কায় মানুষ কোনো বাধা-নিষেধ ছাড়াই মদ্যপান করতো এবং প্রায়ই মাতাল হতো। কিন্তু, তারপরেও, কিছু লোক ছিলেন যারা মদ পছন্দ করতেন না। এমনকি ইসলাম-পূর্ব যুগেও তারা ভাবতেন যে, মদ্যপান ভালো নয়। এজন্যই তারা কখনো এটা পান করেন নি ... এর মানে হচ্ছে, এমনকি ইসলাম-পূর্ব যুগেও এমন ধারণা (প্রচলিত) ছিল যে, মদ্যপান ভালো কিছু নয় এবং এটা ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও ব্যাখ্যা করেন যে:

“পরবর্তীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে ইসলামের শিক্ষা নাযিল করা হয় এবং প্রতিটি বিষয়ে আদেশ-নিষেধ প্রদান করা হয়; আর তাই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্মে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'লা বলেন যে, যেসব জিনিস একজন ব্যক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সেসব এমনকি সামান্য পরিমাণেও ব্যবহার করা উচিত নয়। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে একটি সুস্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান রয়েছে যে, আমাদের মদ্যপান করা উচিত নয়; কারণ, এর ফলে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তারা তাদের ইবাদত ও নামাযে মনোনিবেশ করতে পারে না এবং এমনকি অন্যদের সাথে তাদের দৈনন্দিন আচরণও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।”

একজন অংশগ্রহণকারীনি আরও জিজ্ঞাসা করে যে, একজন অমুসলিমকে বোঝানোর সবচেয়ে ভালো উপায় কী হতে পারে যে, মৃতদেহ কবর দেওয়া দাহ করার চেয়েও বেশি সম্মানজনক?

হুযূর আকদাস বলেন যে, ইসলাম অনুসারে, সবচেয়ে ভালো রীতি হচ্ছে, মৃতদেহকে একটি কাপড়ে আবৃত করা এবং কফিনে কবর দেওয়া। একই সময়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, প্রতিটা পার্থক্য তুলে ধরা এবং একে অপরের বিশ্বাস এবং রীতিনীতির নিন্দা করে বিভাজন উস্কে দেওয়ার পরিবর্তে, সকল মানুষেরই একে অপরের ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

হযরত হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিটি ধর্মেই মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পদ্ধতি আছে, আর ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কবর দেওয়া হয়। যদি আমরা তর্ক-বিতর্ক না করি এবং অন্যদের শিক্ষা সম্পর্কে খারাপ কিছু না বলি, তাহলে কেন তারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলবে অথবা আমাদের ধর্মের শিক্ষা নিয়ে আপত্তি তুলবে? তোমার বলা উচিত, ‘এইসব বিষয়ে তর্ক না করে, আমাদের উচিত একে অপরের রীতি-রেওয়াজের বিষয়গুলো একপাশে রেখে, সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করা। আমাদের একে অপরকে সম্মান করা উচিত।’ এটাই একসাথে থাকার সর্বোত্তম উপায়।”

সভা চলাকালীন, হুযূর আকদাসকে অস্ট্রেলিয়া এবং বিশেষ করে নিউ সাউথ ওয়েলসের ভয়াবহ বন্যা সম্পর্কে সর্বশেষ অবস্থা অবহিত করা হয়। হুযূর আকদাস ক্ষতিগ্রস্ত সকলের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।